গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০-২৯৩ তারিখঃ ১২.০৭.২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ এর ২য় সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি: কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব(জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
সভার তারিখ: ০৮.০৭.২০২০ খ্রিঃ
সময়: বিকাল: ৩:০০ ঘটিকা
স্থান: সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
সভায় অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তাদের তালিকা সংযুক্ত।

০৮.০৭.২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপের একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বেসরকারী হাসপাতল রিজেন্টের জালিয়াতি ঘটনা ও ইতালিতে গমনকৃত ফ্লাইটে করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ায় বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনাসহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে একটি জরুরী সভা আহবান করা হয়। উক্ত সভায় বেসরকারী হাসপাতালে অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণসহ মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার বিষয়েও আলোচনা হয়। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এত সকলেই এই মর্মে একমত পোষন করেন যে, হাসপাতালসমূহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা ভিজিলেন্স বাড়ানো জরুরী। এছাড়াও, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানো আবশ্যক। অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হচ্ছে কিন্তু কমিটি সমূহের কর্মপরিধিসহ তাদের কাজসমূহ সম্পর্কে এ কমিটিকে অবহিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনে কমিটিগুলি রিভাইস করতে হবে বলেও সকলে একমত পোষন করেন। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কমিটিসমূহের কর্মপরিধি পর্যালোচনা করতে হবে।

সভাপতি পত্রিকাসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত অথবা প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এ সকল তথ্যের বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন।

সভায় বিস্তারিত আলোচানায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	বেসরকারী হাসপাতালে অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচানা হয়।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করে তা কমিটিকে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	হাসপাতাল উইং, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাজের সমন্বয় বাড়ানো আবশ্যক। অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত সকল কমিটির	সদস্য সচিব (বাস্তাবায়ন কমিটি),

	থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। সে সকল কমিটির কার্যপরিধিসহ তাদের কর্যক্রমসমূহ সম্পর্কে এ কমিটিকে অবহিত করা প্রয়োজন মর্মে সকলে একমত পোষন করেন।	কার্যপরিধি ও তাদের কার্যক্রম কমিটিকে অবহিত করার জন্য পত্র প্রেরন করা যেতে পারে।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩।	কোভিড-১৯ সর্ম্পকিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আলোচিত বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভাপতি বলেন, এসকল তথ্যের বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন বিধায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান প্রতিদিনের পত্রিকা পাঠ করে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ চিহ্নিত করে প্রতিদিন তা যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কে অবহিত করবেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) খবরের গুরুত্ব অনুযায়ী তা কমিটির নিকট নিয়মিত উপস্থাপন করে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন মর্মে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের লাইব্রেরিয়ান প্রতিদিনের পত্রিকাসমূহ পাঠ করে স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করে তা যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর নিকট উপস্থাপন করবেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৪।	রিজেন্টসহ বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতালের জালিয়াতির বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে সভাপতি উল্লেখ করেন। এ পর্যন্ত যে সকল বেসরকারী হাসপাতালের সাথে কোভিড টেস্টে এবং চিকিৎসার বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে তাদের যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে প্রয়োজনে পুনঃবিবেচনা করতে হবে বলে সবাই একমত পোষন করেন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হাসপাতাল উইং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ পূর্বক চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, হাসপাতাল উইং, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাক্ষরিত
তারিখঃ ১২.০৭.২০২০খ্রিঃ
(কাজী জেবুন্নেছা বেগম)
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)
ও সভাপতি
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০- ২৯৬ তারিখঃ ১২.০৭.২০২০ খ্রিঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

২৯/৭/২০২০
(নিলুফার নাজনীন)
যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ